# পাইকগাছা উপজেলার
# ভূমিহীন বাছাই ও তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম
# সহায়িকা

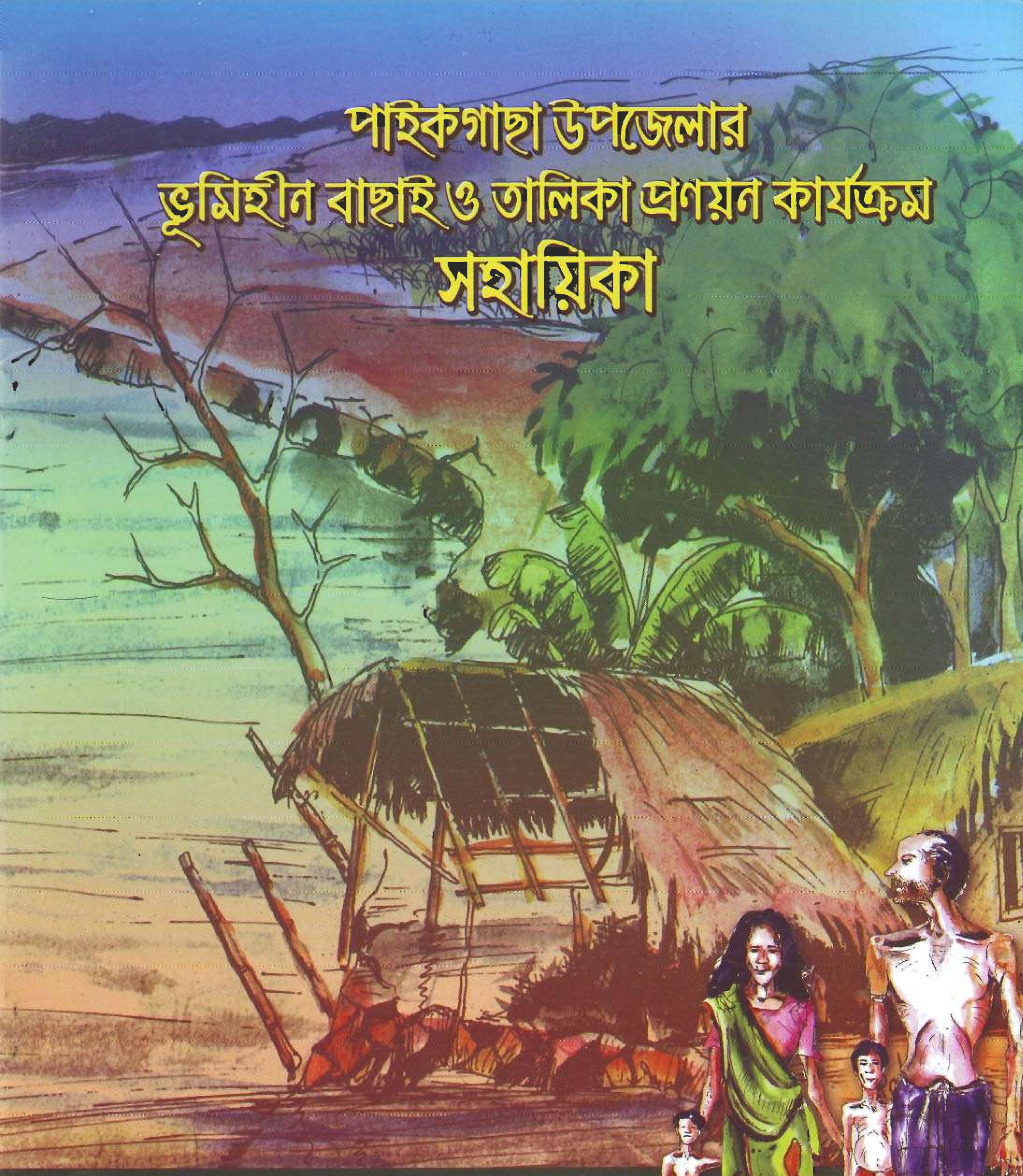

প্রকাশনায় : উত্তরণ
সহযোগিতায় : পাইকগাছা উপজেলা প্রশাসন, খুলনা

# পাইকগাছা উপজেলা ভূমিহীনদের তালিকা প্রণয়ন সহায়িকা


| | | |
|---|---|---|
| উপদেষ্টা | ঃ | **এ্যাড সোহরাব আলী সানা**<br>মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য<br>খুলনা-৬, পাইকগাছা-কয়রা, খুলনা<br><br>**জনাব এ এন এম জিয়াউল আলম**<br>জেলা প্রশাসক , খুলনা |
| রচনা ও সম্পাদনায় | ঃ | **মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান**<br>**শহিদুল ইসলাম**<br>**আমিনুর রহমান বাবলু** |
| সহায়তায় | ঃ | **পাইকগাছা উপজেলা প্রশাসন**<br>খুলনা |
| প্রকাশনায় | ঃ | **সেপ্‌টি প্রকল্প**<br>**উত্তরণ**<br>৪২, সাতমসজিদ রোড,<br>ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯। |
| অর্থায়নে | ঃ | funded by shiree/ecp: a GoB and DFID partnership |
| প্রকাশকাল | ঃ | সেপ্টেম্বর ২০০৯ |
| প্রচ্ছদ | ঃ | শেখর, লাভলু, আমিন |
| মুদ্রণে | ঃ | প্রচারণী, ৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। |
| কৃতজ্ঞতা স্বীকার | ঃ | সকল রাজনৈতিক দল<br>ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ |

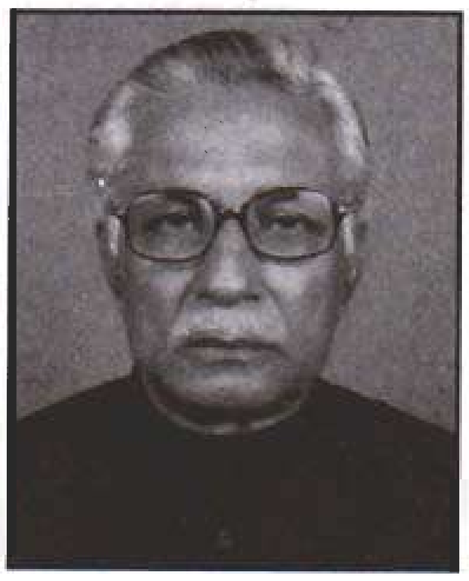

জাতীয় সংসদ সদস্য
খুলনা-০৬
পাইকগাছা-কয়রা, খুলনা।

## বাণী

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী মানুষ কোন না কোনভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২২ ভাগ আসে এককভাবে এ কৃষিখাত থেকে। কাজেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কৃষি ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার যেমন অতীব জরুরী তেমনি কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশের বেশিরভাগ ভাগ মানুষ তথা কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং সর্বোপরি ভূমিহীন মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এদেশের ভুমিহীন খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম ভূমিহীনদের জন্য বিনামূল্যে খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার আইন পাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর পথ ধরে আজ মহাজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার প্রকৃত ভূমিহীনদের খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে "উত্তরণ" সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় ভূমিহীনদের বাছাই ও ডাটা বেইস তৈরীর মত একটি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। আমি জেনে আরও আনন্দিত যে, সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ন্যায় পাইকগাছা উপজেলায়ও ভূমিহীনদের তালিকা ও ডাটা বেইজ তৈরীর একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি জেলা প্রশাসন ও উত্তরণ কর্তৃক গৃহীত এ মহতী উদ্যোগ সফল হবে এবং খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। স্থানীয় জনগণ, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি এ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

পরিশেষে, এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ও এর পুরোপুরি সফলতা কামনা করছি। পাশাপাশি আমি ব্যক্তিগতভাবে ও আমার দলের পক্ষ থেকে এ কাজের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

**(এ্যাড সোহরাব আলী সানা)**
জাতীয় সংসদ সদস্য
খুলনা-০৬, পাইকগাছা-কয়রা
খুলনা।

**জেলা প্রশাসক**
খুলনা।

## বাণী

"ভূমি সংস্কার" সরকারের একটি অগ্রগণ্য চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সরকার কৃষি জমির সুষম বন্টনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার ও দেশের সামগ্রিক উৎপাদন নিশ্চিত করে থাকে। কৃষি খাসজমির সুষম বন্টন সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রতিশ্রুতি। একথা ঠিক যে, "কৃষি খাসজমি" ভূমিহীনদের মাঝে সুষমভাবে বণ্টন করা গেলে দেশের সামগ্রিক "উৎপাদন বৃদ্ধি" এবং চূড়ান্তভাবে "খাদ্য নিরাপত্তা" নিশ্চিত হবে। ভূমিহীন কৃষকগণ ভূমির মালিকানা পাবেন। ভূমিহীনদের কৃষি খাসজমি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে প্রকৃত ভূমিহীন তালিকা প্রস্তুত খুবই জরুরী একটি বিষয়। আমি আনন্দিত যে, ইতোমধ্যে "উত্তরণ" সাতক্ষীরা জেলার "তালা উপজেলায়" ভূমিহীন বাছাই ও ডাটা-বেইজ তৈরির মত একটি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এ কাজের ধারাবাহিকতা এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করে তালা উপজেলার ন্যায় ডুমুরিয়া, পাইকগাছা ও বটিয়াঘাটা উপজেলায়ও ভূমিহীন তালিকা ও ডাটা-বেইজ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি, পরিকল্পনা মোতাবেক উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে একটি করে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আমি আশাবাদী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা "উত্তরণ" পর্যায়ক্রমে জেলার বাকী উপজেলাগুলোতেও এ কাজ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

এ মহতি উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি প্রাণঢালা অভিনন্দন এবং কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

**(এন এম জিয়াউল আলম)**
জেলা প্রশাসক
খুলনা।

## উপজেলা চেয়ারম্যান
পাইকগাছা উপজেলা পরিষদ, খুলনা।

## বাণী

খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকারই অগ্রগণ্য।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পুরানো ভূমি ব্যবস্থাপনা বাতিল করে কেবলমাত্র ভূমিহীনদের জন্যই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নতুন ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তারই ধারাবহিকতায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসাবে ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বিতরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করছে। এই কাজ-কে সঠিক ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য দরকার ভূমিহীনদের সঠিক তালিকা।

আমি জেনে খুবই আনন্দিত সরকারের এই কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা "উত্তরণ" জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় একটি বিশেষ কার্যক্রম শুরু করেছে যার মাধ্যমে আমরা পাইকগাছা উপজেলায়ঢ একটি নির্ভূল এবং সঠিক ভূমিহীনদের তালিকা পাব। এই তালিকা খাসজমি বন্দোবস্ত ও সরকারী-বেসরকারী নানা সুবিধা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সহ সকলের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আমি এ কাজের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

০৮/০৯/০৯

**মোঃ রশিদুজ্জামান মোড়ল**
উপজেলা চেয়ারম্যান
পাইকগাছা, খুলনা।

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
পাইকগাছা, খুলনা।

## বাণী

ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে জমি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যে সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। এ দেশের এখনও বহু লোক ভূমিহীন। এ ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বিতরণ করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার কারণে ভূমিহীন শনাক্ত ও খাস জমি চিহ্নত করা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কারণ এখনও বহু লোক উর্দ্ধসীমা বহির্ভূত জমি এবং খাসজমি বেনামে দখলে রেখেছে। তাছাড়া প্রভাবশালী মহল সরকারি খাস জমি জবরদখলসহ ব্যক্তি মালিকানার জমিও অবৈধ ভোগদখল করছে। তাই ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে সরকারি খাস জমি চিহ্নিত করা এবং ভূমিহীন সনাক্ত করা জরুরী। ভূমিহীন সনাক্ত করার এ কঠিন কাজে বেসরকারী সংস্থা "উত্তরণ" উপজেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটিকে সহযোগিতা করবে জেনে আমি আশান্বিত হচ্ছি।

আশা করি উত্তরণের এই প্রয়াস এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

**(টিটন খিসা )**
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
পাইকগাছা, খুলনা।

**উত্তরণ**

৪২, সাত মসজিদ রোড,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯


## আমাদের কথা

সরকারের যে কোন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগনের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ২৯.৪ শতাংশে কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, খাসজমি যদি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বেই দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

আমরা আনন্দিত যে, খুলনা জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ন্যায় ডুমুরিয়া,বটিয়াঘাটা ও পাইকগাছা উপজেলায় প্রকৃত ভূমিহীনদের তালিকা ও ডাটা-বেইজ তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভূমিহীনদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের নিমিত্তে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বাছাই কমিটি গঠন, এটি একটি সময়োপযাগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে করে প্রকৃত ভূমিহীন চিহ্নিত করা যেমন সহজ হবে, তেমনি বাছাইটিও হবে সর্বজনগ্রাহ্য ও নিরপেক্ষ। ভূমিহীন তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীন মানুষের মাঝে খাস জমি বিতরণ এর যে মানবিক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে খুলনা জেলা প্রশাসন নিয়েছে, এটা জেনে আমরা উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত। আমরা বিশ্বাস করি, এ মহতী উদ্যোগ “খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার” রাষ্ট্রের একটি অগ্রাধিকার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরাও এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা এ উদ্যোগ ও প্রণীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

**শহিদুল ইসলাম**
পরিচালক
উত্তরণ

## সূচী


| | | |
|---|---|---|
| ০১ | কর্মসূচির প্রেক্ষাপট | ০৮ |
| ০২ | কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ০৮ |
| ০৩ | ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রমের ধাপসমূহ | ০৯ |
| ০৪ | বাস্তবায়ন পরিকল্পনা | ১৩ |
| ০৫ | উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি | ১৪ |
| ০৬ | আবেদন পত্রের নমুনা | ১৫ |

# প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। মোট জাতীয় আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসে কৃষি থেকে। সে কারণে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অনেকখানি নির্ভর করে এ কৃষির উপর। কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশের সিংহভাগ মানুষ তথা কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং সর্বোপরি অতিদরিদ্র ভূমিহীন মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার অতীব প্রয়োজন।

এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খাসজমি ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে খাসজমি চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার ও তা প্রকৃত দরিদ্র ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ। আমরা জানি, ১৯৫০ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত আইন, ১৯৭২ সালের পিও ৯৮ ও ১৩৫ এবং ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রাপ্তি বা অভিগম্যতার বিষয়টি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন না হওয়ায় বা বিষয়টি উপেক্ষিত থাকায় কাঙ্খিত মাত্রায় খাসজমিতে ভূমিহীনদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। বিদ্যমান ভূমি আইনের বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন জটিলতার কারণে এবং সৃষ্ট ত্রুটি ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে অধ্যাদেশ, পরিপত্র এবং নীতিমালা জারি করে। এ সকল অধ্যাদেশ, পরিপত্র ও নীতিমালার মূল লক্ষ্য ছিল ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, ভূমিহীনদের পুনর্বাসিত করা এবং চুড়ান্তভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এ জন্য সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ের প্রয়োজন, পাশাপাশি স্থানীয় জনগনের সহযোগিতার মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। অপরদিকে, খাসজমি বন্দোবস্ত, দখল এবং দলিল সম্পাদন নিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে চলেছে। সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত এবং স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিও হচ্ছে। বিষয়টি নিরসন হওয়া বাঞ্চনীয়।

আর একারণে জেলা প্রশাসন এর আন্তরিক সহায়তা ও পরামর্শে, উপজেলা প্রশাসন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উত্তরণ এর কারিগরী সহায়তায়, বাংলাদেশ সরকার ও ডিএফআইডি/সিঁড়ি এর আর্থিক সহায়তায় ভূমিহীন তালিকা তৈরি ও খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম নতুন উদ্যোগে শুরু করছে।

### *ক. কার্যক্রমের লক্ষ্য:*

প্রকৃত ভূমিহীন চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সরকারী খাসজমিতে দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পূণর্বাসন এবং তাদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন।

### *খ. কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:*

- ২০০৯ সালের মধ্যে পাইকগাছা উপজেলার ভূমিহীনদের অগ্রাধিকারভিত্তিক চুড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা ।
- বিদ্যমান ভূমি আইনের যথার্থ প্রয়োগে সহায়তা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ভূমিহীন নয়, এমন কেহ যাতে খাসজমি ভোগ-দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।
- সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।
- সরকারী সেফ্‌টিনেট্ প্রোগ্রাম ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সেবায় অতিদরিদ্রদের অভিগম্যতা বাড়ানো।

## গ. ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ:

সমগ্র কার্যক্রমটি নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে বাস্তবায়িত হবে।

### ১. ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি গঠন

সরকারী নীতিমালার আলোকে গঠিত উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির (UKKBBC) এর অধীনে (কমিটির রূপরেখা সংযুক্ত) ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিহীন বাছাই কমিটি গঠন করা হবে।

#### ১.১ ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি (UBBC)

†ZBkm `m¨ wewkó BDwbqb f~wgnxb evQvB KwgwU iƒc‡iLvwb‡gœ D‡jøL Kiv nj-

| ক্রমিক | সদস্যপদের ধরণ | জন | পদ |
|---|---|---|---|
| ১. | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান | ১ জন | আহবায়ক |
| ২. | সংশ্লিষ্ট ইউপির সকল নারী সদস্য (সংরক্ষিত) | ৩ জন | সদস্য |
| ৩. | সংশ্লিষ্ট ইউপির সকল ওয়ার্ড সদস্য | ৯ জন | সদস্য |
| ৪. | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার | ১জন | সদস্য |
| ৫. | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কলেজ (না থাকলে হাইস্কুল) শিক্ষক প্রতিনিধি | ১জন | সদস্য |
| ৬. | ভূমিহীনদের উন্নয়নে কাজ করে এমন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি | ১জন | সদস্য |
| ৭. | সমবায় সমবায় সমিতির সদস্য প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) | ১জন | সদস্য |
| ৮. | উপজেলার প্রধান ৬টি রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রতিনিধি (এক্ষেত্রে সংশিষ্ট দলের ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি (অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক, অনুপস্থিতিতে উপজেলা কমিটি মনোনীত প্রতিনিধি) উক্ত কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন।) | ৬ জন | সদস্য |

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব অত্র কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

#### ১.২ ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি (WBBC)

ইউনিয়ন কমিটির অধীনে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি গঠিত হবে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | সদস্যপদের ধরণ | জন | পদ. |
|---|---|---|---|
| ১. | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নারী সদস্য | ১জন | উপদেষ্টা |
| ২. | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য | ১জন | আহবায়ক |
| ৩. | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্যের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী (বিগত ইউপি নির্বাচনের) | ১জন | সদস্য |
| ৪. | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একজন মসজিদের ইমাম | ১জন | সদস্য |
| ৫. | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একজন পুরোহিত | ১জন | সদস্য |
| ৬. | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রাইমারী স্কুলের একজন প্রবীণ শিক্ষক | ১জন | সদস্য |

বর্নিত কমিটির কোন ক্যাটাগরির সদস্য পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরির পদ শূন্য থাকবে। উত্তরণ প্রতিনিধি (অনুপস্থিতে কমিটির সিদ্ধান্তে কমিটির সদস্যদের মধ্যে একজন) অত্র কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

**২. *ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন কমিটির ওরিয়েন্টেশন:***

এই কর্মকান্ডের উপর ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটির সদস্যদের নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে একদিনের একটি ওরিয়েন্টেশন দেয়া হবে যাতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তারা জানতে পারেন। ওরিয়েন্টেশন শেষে পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনাও করা হবে।

**৩. *আবেদন ফরম বিতরণ***

ভূমিহীন হিসেবে ভূমিহীন তালিকায় নাম অর্ন্তভূক্তির আবেদন করার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থার মাধ্যমে ভূমিহীনদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আবেদন ফরম এর নমুনা পরিশিষ্ট-১। আবেদন ফরমের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আবেদন ফরম বিতরণের সময় সকল এলাকায় একযোগে মাইকিং করে জনগনকে বিষয়টি অবহিত করা হবে যে ভূমিহীন তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কোথাও কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না এবং এ কারণে ভূমিহীনরা যেন কোন প্রকার দালাল বা প্রতারকের খপ্পরে না পড়ে।

***এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত পরিবার প্রধানরাই ভূমিহীন হিসেবে আবেদন করতে পারবেন-***

ক. যে পরিবারের বসতবাটি ও কৃষিজমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষিনির্ভর ।
খ. যে পরিবারের ১০ শতাংশ পরিমাণ বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই এইরূপ কৃষিনির্ভর পরিবার।
কৃষি নির্ভর পরিবার: যে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য কৃষি শ্রমিক হিসাবে অন্যের জমিতে নিয়োজিত আছে কিংবা অন্যের জমি বর্গাচাষ করে।

**৪. *আবেদন পত্র গ্রহন:***

ভূমিহীনদের নিকট থেকে পূরণকৃত আবেদনপত্র সমূহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে জমা গ্রহণ করা হবে। ইউপি/ ইউনিয়ন কমিটি গৃহীত আবেদন পত্রসমূহ ওয়ার্ড ভিত্তিক পৃথক করে তা যাচাই-বাছাই এর জন্য ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি বরাবর নির্ধারিত বাছাইয়ের দিনের পূর্বে বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করবে।

**৫. *ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিহীন বাছাই অনুষ্ঠান:***

৫.১ প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই এর জন্য ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি একটি নির্দিষ্ট স্থান, তারিখ নির্ধারন করবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সকল আবেদনকারীকে নির্ধারিত তারিখে ও স্থানে ভূমিহীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য মাইকিং/ ঢোল সহরত করে আমন্ত্রণ জানাবেন '

৫.২ নির্ধারিত স্থানে প্রকাশ্যে সকল আবেদনকারী ও স্থানীয় এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে ওয়ার্ড কমিটি আবেদনকারীদের আবেদন ফরমে বর্ণিত তথ্যের সত্যতা ও আবেদনকারী ভূমিহীন হিসেবে আবেদনের যোগ্য কিনা তা যাচাই করবেন এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের সনাক্ত করবেন।

৫.৩ এরপর ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্যরা তাৎক্ষণিক সভায় মিলিত হবেন এবং বাছাইকৃত ভূমিহীনদের নিম্ন শ্রেণীভিত্তিক ভাগ করে বান্ডিল করবেন এবং একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করবেন।

ক. দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার
খ. নদীভাঙ্গন পরিবার অর্থাৎ যে পরিবারে সকল জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।
গ. সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা পরিবার
ঘ. কৃষিজমিহীন ও বাস্তুভিটাহীন পরিবার
ঙ. অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার
চ. ১০ শতাংশ বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই এমন কৃষিনির্ভর পরিবার।

৫.৪ ওয়ার্ডভূমিহীন বাছাই কমিটি কর্তৃক মনোনীত বাছাইকৃত ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার তালিকাটি শ্রেণী ও গ্রামভিত্তিক নিম্ন ছকের একটি ফরমেটে লিখে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় কমিটির সকল সদস্য স্বাক্ষর করবেন।

| *মনোনীত বাছাইকৃত ভূমিহীন তালিকা:* | | *শ্রেণী:* ক খ গ ঘ ঙ : .............................. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *গ্রাম:* | *ওয়ার্ড:* | | *ইউনিয়ন:* | *উপজেলা:* | |
| ক্রমিক | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | জমির পরিমান | মন্তব্য |
| | | | | | |
| | | | | | |

৫.৫ অনির্বাচিত বা বাতিলকৃত আবেদনপত্র সমূহ আলাদা একটি বান্ডিল করতে হবে এবং নিম্ন ছকের একটি ফরমেটে তার তালিকা করতে হবে এবং তালিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কমিটির সকল সদস্য স্বাক্ষর করবেন। তালিকায় আবেদন বাতিল করার মূল কারণটিও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

| *বাতিলকৃত অনির্বাচিত আবেদন :* | | *ওয়ার্ড নং-* | *ইউনিয়ন-* | *উপজেলা-* | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বাতিল করার কারণ | মন্তব্য |
| | | | | | |

৫.৬ ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি উল্লেখিত মনোনীত বাছাইকৃত ভূমিহীনের শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যা এবং বাতিলকৃত আবেদনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অদ্যকার সভার একটি কার্যবিবরনী তৈরি করবেন।

৫.৭ ওয়ার্ড কমিটির সভায় তালিকা চুড়ান্ত হবার পর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষে ওয়ার্ড কমিটির আহবায়ক প্রতিটি ফরম এর নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন।

৫.৮ সকল আবেদনের পৃথক বান্ডিলসমূহ, তালিকাসমূহ ও কার্যবিবরণী বাছাই অনুষ্ঠানের পরদিনই ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল করতে হবে।

৫.৯ সমগ্র প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে জনসম্মুখে কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে করতে হবে। কোন ভাবেই পৃথক ভাবে বা একা একা কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাবে না এবং পৃথকভাবে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে না।

***৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমিহীন তালিকা যাচাই ও অনুমোদন:***

৬.১ ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটির আহবায়ক বর্ণিত কাগজ পত্রাদি পাবার পরে জরুরীভাবে ইউনিয়ন কমিটির সভা আহবান করবেন এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক আবেদনপত্র সমূহ যাচাই করবেন।

৬.২ ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক সকল আবেদন যাচাই করার পর ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকায় ইউনিয়ন কমিটি তাদের মতামত প্রদান করবেন এবং কি কি সংশোধন/ সংযোজন/ বিয়োজন করলেন সে সর্ম্পকে সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করে কমিটির সকল সদস্য তাতে স্বাক্ষর করবেন।

৬.৩ ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র সমূহ অনুমোদন হলে বা বাতিল করা হলে আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে এবং তালিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ইউনিয়ন কমিটির আহবায়ক অর্থাৎ ইউপি চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করবেন।

৬.৪ ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি কর্তৃক কোন আবেদন বাতিল করা হলে আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে বাতিল করার কারণ উল্লেখ করবেন।

৬.৫ ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি কর্তৃক কোন ওয়ার্ডের যাচাই এর কাজ সমাপ্ত হবার পর সেই ওয়ার্ডের সকল কাগজপত্র (মনোনীত ও বাতিলকৃত আবেদনের তালিকাসমূহ, রেজুলেশন,মনোনীত আবেদনপত্র সমূহ, বাতিল আবেদনসমূহ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

*৭. খসড়া ভূমিহীন তালিকা প্রকাশ ও আপত্তি নিস্পত্তিঃ*

কম্পিউটারে সকল তথ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করার পর ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি খসড়া তালিকা প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে প্রকাশ ও প্রচার করা হবে। প্রকাশিত তালিকার উপর কারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে ইউনিয়ন কমিটির নিকট তা ৭ দিনের মধ্যে লিখিত আকারে জানাতে হবে। ইউনিয়ন কমিটি সেটা পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে যাচাই করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সুনিদিষ্ট সুপারিশ উপজেলা কমিটির নিকট জানাবেন। এছাড়া প্রয়োজনে এ খসড়া তালিকার উপর কোন মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে যে কেউ তা উপজেলা কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে পারবে। উপজেলা কমিটি নিজেরা বা ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটির মাধ্যমে সকল প্রকার আপত্তি ও অভিযোগ নিস্পত্তি করবে।

*৮. উপজেলা কমিটি কর্তৃক ডাটা বেইজ সংরক্ষণ ও চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ*

উপজেলা পর্যায়ে ভূমিহীনদের খসড়া তালিকা প্রাপ্তি ও পরবর্তীতে প্রাপ্ত আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হলে নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার তালিকা উপজেলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

উপজেলা কমিটি কর্তৃক তালিকা অনুমোদনের পর প্রতিটি ভূমিহীনকে একটি করে ভূমিহীন নম্বর প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারে ইউনিয়ন ভিত্তিক একটি ডাটাবেজ তৈরী করে প্রতি ভূমিহীনদের জন্য মোট ১১ ডিজিটের একটি করে নম্বর দেয়া হবে। প্রথম ৬টি ডিজিট নির্ধারিত থাকবে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নের জন্য, পরবর্তী ডিজিট থাকবে ওয়ার্ডের জন্য এবং পরের ৪ টি ডিজিট থাকবে ভূমিহীনদের নম্বর। অনুমোদিত আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে ভুমিহীন নম্বরটি লিখতে হবে এবং উপজেলা কমিটির পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার অনুমোদন স্বরূপ ফ্যাক্সিমিল সিল প্রদান করবেন। সম্পূর্ণ তালিকাটি কম্পিউটার প্রিন্ট নিয়ে চুড়ান্ত তালিকায়ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্বাক্ষর প্রদান করার মাধ্যমে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

*৯. উপজেলা কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত প্রকৃত ভূমিহীন তালিকা বিতরণ ও তা ব্যবহার*

ভূমিহীনদের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদে এককপি, ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এককপি, উপজেলা ভূমি অফিসে এককপি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে এক কপি সংরক্ষণ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সংরক্ষিত কপিটি রেজিস্টার আকারে বাঁধাই এবং সংরক্ষন করা হবে। উক্ত বই এর অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী প্রতি বছরের একসনা ইজারা ও স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে এবং সেসমস্ত তথ্যাবলী উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ দরিদ্রদের মাঝে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষ করে সরকারের সেফটিনেট ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ তালিকাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

*১০. চলমান কার্যক্রম/ ধারাবাহিকতা রক্ষাঃ*

ভূমিহীন তালিকার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ কোন ভূমিহীন সময়মতো আবেদন করতে না পারলে তিনি পরবর্তীতে যে কোন সময় আবেদন করলে তার আবেদনপত্রটি একই পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হবে। তবে কারও আবেদন একবার ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাতিল করা হলে সে ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিবেচনা করা যাবে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুনানী নিয়ে যুক্তি সংগত কোন কারণ পেলে তার আবেদনপত্রটি বিবেচনার জন্য ওয়ার্ড কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। ওয়ার্ড কমিটি এরূপ অনুমোদন পাবার পরই তার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

## *প্রকৃত ভূমিহীন তালিকা তৈরি কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা*

*আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯ এর মধ্যে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী পাইকগাছা উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।*

| *ক্রম* | *কার্যক্রম* | *বাস্তবায়নের সময়সীমা* | *দায়িত্ব* |
|---|---|---|---|
| ১. | উদ্বোধন | ৩০ সেপ্টেম্বর'০৯ | |
| ২. | ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটির ওরিয়েন্টেশন | ১-১৫ অক্টোবর'০৯ | |
| ৩. | প্রচার ও দরখাস্ত ফরম বিতরণ | ২০ অক্টোবর'০৯ পর্যন্ত | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ |
| ৪. | দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ৩০ অক্টোবর'০৯ | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ |
| ৫. | ইউপি অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে আবেদনপত্রসমূহ প্রেরণ | ১ নভেম্বর'০৯ | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ |
| ৬. | ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক বাছাই ও ইউনিয়ন কমিটির কাছে প্রেরণ | ১৩ নভেম্বর'০৯ | ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি |
| ৭. | ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাছাই ও উপজেলা কমিটির কাছে প্রেরণ | ২০ নভেম্বর'০৯ | ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি |
| ৮. | উপজেলা কমিটির খসড়া তালিকা প্রকাশ | ১ ডিসেম্বর'০৯ | উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি |
| ৯. | বাদপড়া ভূমিহীনদের আবেদন জমা ও আপত্তি নিস্পত্তির শেষ তারিখ | ১৫ ডিসেম্বর'০৯ | উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি |
| ১০. | চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ | ২৫ ডিসেম্বর'০৯ | উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি |

# উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির গঠন

**উপদেষ্টা ঃ**

ক. মাননীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট)
খ. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

**কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ**

| | |
|---|---|
| ১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা | চেয়ারম্যান |
| ২. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৩. ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৪. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা | সদস্য |
| ৫. বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার | সদস্য |
| ৬. ইউপি চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য) | সদস্য |
| ৭. বিত্তহীন সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনিত) | সদস্য |
| ৮. উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনিত) | সদস্য |
| ৯. স্থানীয় সৎ, নিষ্ঠাবান ও জনহিতকর কার্যে উৎসাহি একজন গন্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে মনোনায়ন দেবেন) | সদস্য |
| ১০. স্থানীয় কলেজ কিংবা হাইস্কুলের একজন প্রধান (জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে মনোনায়ন দেবেন) | সদস্য |
| ১১. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনিত) | সদস্য |
| ১২. সহকারী কমিশনার (ভূমি) | সদস্য সচিব |

সুত্র : বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত) মে ১৮, ২০০৯ইং, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা-৪

(বিনামূল্যে বিতরনের জন্য)

# ভূমিহীন হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন

উপজেলা-....., জেলা-.....

১। ইউনিয়ন ঃ ২। ওয়ার্ড নং ঃ

৩। গ্রাম ঃ ৪। পাড়া/মহল্লা ঃ

৫। পরিবার প্রধানের নাম ঃ

৬। জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ঃ

৭। পিতা/স্বামীর নাম ঃ

৮। নিজস্ব বসতবাড়ী থাকলে জমির পরিমাণ ও বিবরণ ঃ

৯। নিজস্ব কৃষি জমি থাকলে জমির পরিমাণ ঃ

১০। কোন খাসজমি দখলে থাকলে তার পরিমাণ ও বিবরণ ঃ

১১। ইতিপূর্বে পরিবারের কেহ কোন খাসজমি বন্দোবস্ত পেয়ে থাকলে (একসনা সহ) তার বিবরণ ঃ

১২। দরখাস্তকারী কোন শ্রেণীর ভূমিহীন (টিক দিন) ঃ

ক. ☐ দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার
খ. ☐ নদী ভাঙ্গা পরিবার
গ. ☐ সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্ত পরিবার
ঘ. ☐ কৃষি জমিহীন ও বাস্তভিটাহীন পরিবার
ঙ. ☐ অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার
চ. ☐ অনধিক ০.১০ একর বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষি জমি নাই এমন কৃষিনির্ভর পরিবার

১৩। মুক্তিযোদ্ধা পরিবার হলে তালিকার নম্বর ঃ.

১৪। নদীভাঙ্গা পরিবার হলে তার বিবরণ ঃ

১৫। পরিবার প্রধান প্রতিবন্ধী/পঙ্গু হলে তার বিবরণ ঃ

---

## প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করছি যে, উপরের তথ্যসমূহ সঠিক। কোন তথ্য ভুল প্রমাণিত হবার কারণে আমার নাম বাতিল করা হলে কোন আপত্তি থাকবে না।

টিপ সই হলে
ব-কলম এর নাম ও ঠিকানা

আবেদনকারীর টিপ সই/স্বাক্ষর
নাম-
ঠিকানা-

উপরোক্ত তথ্যাবলী সঠিক। ভূমিহীন হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হলো।

আহবায়ক
ওয়ার্ড ভূমিহীন বাছাই কমিটি

অনুমোদনের জন্য

ভূমিহীন হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য ইউনিয়ন কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হলো।

আহবায়ক
ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি

বাতিলের জন্য

আবেদনকারীর আবেদন বাতিল করা হলো। বাতিল হবার কারণ ঃ

আহবায়ক
ইউনিয়ন ভূমিহীন বাছাই কমিটি

ভূমিহীন হিসেবে নাম তালিকাভুক্ত করা হলো। আবেদনকারীর ভূমিহীন নম্বর ঃ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**উপজেলা কমিটির পক্ষে**

## যারা আবেদন করতে পারবে ঃ

১। যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষিনির্ভর।

২। যে পরিবারের ১০ শতাংশ পরিমাণ বসতবাটি আছে (অনধিক ১০ শতক) কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই এরূপ কৃষিনির্ভর পরিবার।

কৃষি নির্ভর ঃ যে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য কৃষি শ্রমিক হিসেবে অন্যের জমিতে নিয়োজিত আছে কিংবা অন্যের জমি বর্গা চাষ করে।

funded by shiree/cep: a GoB and DFID partnership

Uttaran